দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 19 OCT 1992
পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম ... ৫ ...

ফোরকানিয়া মাদ্রাসার শিক্ষকদের চাকরিবিধি ও বেতন কাঠামো প্রসঙ্গে নোটিশ

এগার বছর আগে বিএনপি'র প্রধানমন্ত্রীর সংসদে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের দাবী

।। সংসদ রিপোর্টার ।।

জাতীয় সংসদ সদস্য জনাব সালাহউদ্দিন কাদের চৌধুরী বলেছেন, ১৯৮০ সালের ২৪ মার্চ তৎকালীন বিএনপি সরকারের প্রধানমন্ত্রী জাতীয় সংসদে আশ্বাস দিয়ে বলেছিলেন যে, ফোরকানিয়া মাদ্রাসার শিক্ষকদের জন্যে সরকার এবারই প্রথমবারের মত চাকরিবিধি এবং বেতন কাঠামো প্রণয়ন করার পদক্ষেপ নিয়েছে এবং তা আগামী পয়লা জুলাই (১৯৮০) থেকে কার্যকর হবে। তিনি দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, দীর্ঘ এগার বছর অতিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও জাতীয় সংসদে প্রদত্ত বিএনপি সরকারের প্রধানমন্ত্রীর ঐ প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হয়নি।

জনাব সালাহউদ্দিন কাদের চৌধুরী গতকাল জাতীয় সংসদে কার্যপ্রণালী বিধির ৭১ ধারা অনুযায়ী এক মনোযোগ আকর্ষণী নোটিশে একথা বলেন। তার উত্তরে শিক্ষামন্ত্রী ব্যারিস্টার জমির উদ্দিন সরকার বলেন, সরকার প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করেছেন। ফোরকানিয়া মাদ্রাসাও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সমান। দেশের ১৬ হাজার ফোরকানিয়া মাদ্রাসার এ আর্থিক দিকটি সরকারের বিবেচনাধীন রয়েছে।

উল্লেখ্য, গতকাল বিকেল পৌনে পাঁচটায় সংসদের বৈঠক শুরু হয়। স্পীকার শেখ রাজ্জাক আলী ও ডেপুটি স্পীকার জনাব হুমায়ুন খান পন্নী পর্যায়ক্রমে সভাপতিত্ব করেন। বৈঠকের কার্যসূচীতে ছিল প্রশ্নোত্তর পর্ব, তিনটি মনোযোগ আকর্ষণী নোটিশ ও একটি আইন প্রণয়ন কার্যাবলী। এছাড়া, গতকাল কার্যসূচীবহির্ভূত আরো কয়েকটি প্রসঙ্গ সংসদে উত্থাপিত হয়।

মনোযোগ আকর্ষণ নোটিশ

এনডিপি'র জনাব সালাহ উদ্দিন কাদের চৌধুরী সংসদের কার্যপ্রণালী বিধি ৭১ ধারা অনুযায়ী একটি মনোযোগ আকর্ষণী নোটিশে বলেন, আমি দ্বিতীয় জাতীয় সংসদের সদস্য

শেষ পৃঃ ৫-এর কঃ দেখুন

ফোরকানিয়া মাদ্রাসা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

থাকাকালে আমার একটি মনোযোগ আকর্ষণী নোটিশের জবাবে ১৯৮০ সালের ২৪ মার্চ তৎকালীন বিএনপি সরকারের প্রধানমন্ত্রী (শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত) মরহুম শাহ আজিজুর রহমান সংসদকে আশ্বাস দিয়ে বলেছিলেন, ফোরকানিয়া মাদ্রাসার শিক্ষকদের জন্যে চাকরিবিধি বেতন কাঠামো প্রণয়ন করা হচ্ছে এবং তা ১৯৮০ সালের পয়লা জুলাই থেকে কার্যকর হবে। জনাব সালাহ উদ্দিন কাদের চৌধুরী বলেন, মাননীয় স্পীকার! তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রীর এ ঘোষণায় দেশের লাখ লাখ অবহেলিত ও বঞ্চিত ফোরকানিয়া মাদ্রাসার শিক্ষকগণ খুবই আশান্বিত হয়েছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, দীর্ঘ এগার বছর অতিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও জাতীয় সংসদে প্রদত্ত প্রধানমন্ত্রী প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হয়নি। তিনি বলেন, লাখ লাখ অবহেলিত ও বঞ্চিত ফোরকানিয়া মাদ্রাসার শিক্ষকদের দীর্ঘদিনের এ সমস্যাটির সমাধান করে এবং তদানীন্তন বিএনপি সরকারের পরলোকগত প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক জাতীয় সংসদে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করা বর্তমান বিএনপি সরকারের নৈতিক দায়িত্ব।

সংসদ সচিবালয় বিল প্রসঙ্গ

জাতীয় পার্টির জনাব মনিরুল হক চৌধুরী গতকাল সংসদ সচিবালয় সম্পর্কিত দীর্ঘ প্রতীক্ষিত বিলটির প্রসঙ্গ উত্থাপন করে বলেছেন, সংসদ সচিবালয়ের পৃথক আইন না থাকায় নানা ধরনের অসুবিধা ও জটিলতাসহ সদস্যদের অধিকার ক্ষুণ্ন হচ্ছে। তিনি বলেন, সংবিধান অনুযায়ীও এ বিল অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। তিনি বলেন, আমি জানতে চাই, আইনমন্ত্রী সংসদে কবে এ বিল আনবেন? স্পীকার জানান, চলতি অধিবেশনেই এ বিলটি আসবে। এ পর্যায়ে কিছুক্ষণের জন্যে একটি ক্ষুদ্র বিতর্কও হয়ে যায়।

জাতীয় পার্টির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান জনাব মিজানুর রহমান চৌধুরী বলেন, আজকের আইনমন্ত্রী মীর্জা গোলাম হাফিজ যখন '৭৯ সালে এ সংসদেরই স্পীকার ছিলেন, তখন তো তিনি সংসদ সচিবালয়ের জন্যে পৃথক আইন করার ব্যাপারে খুবই সক্রিয় ও তৎপর ছিলেন। এখন কেন তিনি নিশ্চুপ? উত্তরে আইনমন্ত্রী বলেন, কোন প্রসঙ্গে এ বিষয় আসলো? বিলটি এখন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে। বেসরকারী সদস্য দিবসে একটি বিল আসবে বলে আমি একটি চিঠি পেয়েছি। যদি সরকারী বিল আনা সম্ভব হয়, তাহলে আসবে। আর না হয় বেসরকারী বিল আসবে। তিনি বলেন, আইন তার স্বাভাবিক গতিতেই চলে। এ ব্যাপারে আমাদের বক্তব্য আমরা যথাসময়ে বলবো।

এ পর্যায়ে জাতীয় পার্টির সংসদীয় দলের ভারপ্রাপ্ত নেতা ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ বলেন, ১৯৭৯ সালে মীর্জা গোলাম হাফিজ সংসদের স্পীকার থাকাকালে স্বতন্ত্র সংসদ সচিবালয় প্রতিষ্ঠার জন্যে খুবই সোচ্চার ছিলেন। কিন্তু এখন কেন যে তিনি এ ব্যাপারে ক্ষীণ হয়ে পড়েছেন। গণতন্ত্রী পার্টির মি. সুরঞ্জিত সেন গুপ্ত বলেন, সংসদ সচিবালয় সরকারের সচিবালয় হোক— এটা আমরা চাই না। আমরা পৃথক সংসদ সচিবালয় চাই। তিনি বলেন, শোনা যায় বিদেশী টাকা নিয়ে বসে আছে এ সংসদকে সচল করার জন্যে। এ বিল নিয়েও যদি মন্ত্রিসভায় কোন বিভক্তি থাকে, তাহলে তারও অবসান হওয়া উচিত।